

১০-০২-২৪

২৭-০২-২৪

২৭-০২-২৪

২৭-০২-২৪

২০.০১.৮

স্বাক্ষরঃ - বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জেনেরেল টেক্সাম-০১ বিল্ডিং
ক্লিফ, পি - ৪২৪/২০২৩ (কোত্তয়ালী)

পাঁচ
টাকাপাঁচ
টাকাবাংলাদেশ
কোর্ট ফি

মুক্ত
পত্ৰ
নথি
নথি
নথি



ফোন: ০১৭১২-৩৫২৪৩

ফোন:

অধিকারী মহাপ্র প্রতিক্রিয়া
প্রধান প্রক্রিয়াকারী মহাপ্র
ব্যক্তি শাখা
প্রিম এম কোর্ট
ক্লিফ।

মোকাম বরিশাল বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত

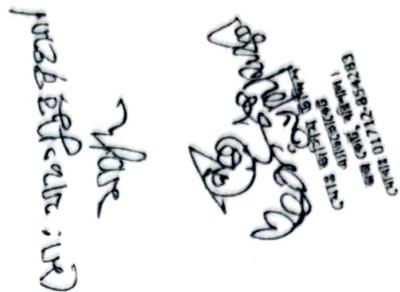
স্বত্ত্ব সি,আর নং ৪২৪/২০২৩ (কোত্তয়ালী)

বাদীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনাস্থল, তাৰিখ, সময় ও ধাৰা	আসামীর নাম ও ঠিকানা	শাক্তীগতের নাম ও ঠিকানা
মোঃ মাকসুদুর রহমান মাসুদ (৪৯)	১ম ছটনা/ছল্পা কোত্তয়ালী ধানাধীন নিউ	১। আল বাকী ইবনে হাকিম (৪০)	১। গ্রাম মোঃ মুসল হক মুসল
পিতাও মৃত আলহাজু মোবারক আলী হিয়া (শ্রোঃ মেলার্স মাসুদ ক্রান্স)	কলেজ রোড বৈদ্যপাড়া সাকিনছ আসামীর বসত গৃহে। বিগত ০১/০৮/২০২২ইং	পিতাও মৃত এম,এ হাকিম সার- নিউ কলেজ রোড বৈদ্যপাড়া, ২০ নং ওয়ার্ড (শাক্তি ২৮নং ওয়ার্ড	পিতাও মৃত জাজোল আলী মোহা সার- ইছাকাটী, ২৯নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট
সার- কাশিপুর ২৮নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট জেলাঃ বরিশাল। মোবাইল ০১৭১১-৩৮৯৫৪৯ জাতীয় পরিচয় পত্র নং- ৬৪৪৪৭১০১৭৯	তাৰিখ রোজ সোমবাৰ বৈকাল ৮(চার) ঘটিকাৰ সময়। ২য় ছটনা/ছল্পা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকা। বিগত ০৯/১১/২০২৩ইং তাৰিখ রোজ বৃহস্পতিবাৰ অফিস চলাকলীন সময়। প্ৰেৰণকৃ ঘটনাস্থল এবং অধিকারীৰ তাৰিখঃ কোত্তয়ালী ধানাধীন নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া সাকিনছ আসামীর বসত গৃহে। বিগত ২৪/১১/২০২৩ ইরেক্টী তাৰিখ রোজ উক্তবাৰ বৈকাল ৮(চার) ঘটিকাৰ সময়। ধাৰাৎ দত্ত বিধি অইনেৰ ৮০৬/ ৪২০/ ৪৬৫/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/ ৫০৬ ধাৰা।	জেলাঃ কোত্তয়ালী ধানাও কোত্তয়ালী সার- ইছাকাটী ধানাও এয়ারপোর্ট ৪। মোঃ মনোয়ার হেসেন নিউ মোঃ লিটন ধাৰা পিতাও মৃত মোঃ আলী আজিম ধাৰা সার- ইচ্চৰ ধানাও কোত্তয়ালী ৫। মোঃ নজুল ইসলাম পিতাও মৃত মৌলভী মুর বৰু সার- ইছাকাটী, ২৯নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট ৬। মোঃ আনিলুৰ রহমান পিতা মোনাহেৰ আলী হাজোদার সার- দিয়াপাড়া, ২৭নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট	পিতাও মৃত জাজোল আলী মোহা সার- ইছাকাটী, ২৯নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট ২। মোঃ আব্দুল্লাহ আল-কাবী ০ মোঃ আব্দুল্লাহ আল-কাবী (ইসপেক্টৰ তত্ত্ব) এয়ারপোর্ট ধাৰা, বৰিশাল। ৩। মোঃ সুলতান আহামেদ পিতাও মৃত আলহাজু মোকলেকুৰ রহমান বেপারী সার- কাশিপুর, ২৮নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট ৪। মোঃ মনোয়ার হেসেন পিতাও মৃত মোঃ আলী আজিম ধাৰা সার- ইচ্চৰ ধানাও কোত্তয়ালী ৫। মোঃ নজুল ইসলাম পিতাও মৃত মৌলভী মুর বৰু সার- ইছাকাটী, ২৯নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট ৬। মোঃ আনিলুৰ রহমান পিতা মোনাহেৰ আলী হাজোদার সার- দিয়াপাড়া, ২৭নং ওয়ার্ড ধানাও এয়ারপোর্ট

(চলমান পাতা- ২)

(২)

(পাতা- ২)



৭। আগ হালিয়

পিতাৰ মৃত হকবুল আহমেদ

সাং- কাশিপুৱ, ২৮নং ওয়ার্ড

৮। এ,কে,এম মিজান

পিতাৰ মৃত আলহাজু মোবারেক

আলী মিজান

সাং- কাশিপুৱ

৯। মোঃ ফরহাদ হোসেন

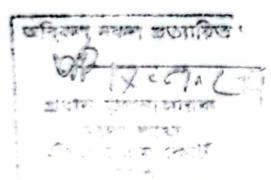
পিতাৰ আঃ বৰ রাঢ়ী

সাং- কাশিপুৱ, ২৮নং ওয়ার্ড

সৰ্ব ধৰ্মাঃ এয়ারপোর্ট

সৰ্ব জেলাঃ বৰিশাল সহ আরো

বহু স্বাক্ষৰ প্ৰমাণ আছে।



নিবেদন এই যে,

আসামী শঠ, প্ৰতাৱৰক, আলীয়াতীকাৰী, অসং চৰিত্ৰেৰ লোক বটে।

জাল-জালীয়াতী কৱিয়া মূল্যবান কাগজ পত্ৰ সৃষ্টি কৱিয়া উহা জাল জালা
স্বত্বেও, প্ৰতাৱণামূলক বিশ্বাস ভংগ কৱিয়া অসং উদ্দেশ্যে আৰ্থিক ভাবে
লাভবান হওয়া আসামীৰ পেশা এবং নেশা। আসামী না পাৱে এমন কোন
যুন্যতম কাজ নেই।

আসামী আমাৰ ঘনিষ্ঠ আজীব অৰ্থাৎ শ্যালক : আসামী International
Organization of Migrator (IOM) এৰ উৰ্বৰতন (উচ্চ পদস্থ) কৰ্মকৰ্তা ছিলেন :
চাকুৰী কৰাকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দূৰ্নীতিৰ ফলপ্ৰতিক্রিয়ে চাকুৰীচূড়ান্ত
হন। আসামী উক্ত প্ৰতিক্রিয়ে চাকুৰী কৰাকালীন সময় দূৰ্নীতিৰ মাধ্যমে বিভিন্ন
ঠিকাদাৰী প্ৰতিক্রিয়ে অৰ্পেৰ বিনিয়োগ কাজ দিয়া কাছাকাছে নিকাট হইতে
হাহগুৰুত অৰ্প বিভিন্ন সময় আমাৰ ব্যাধক বিসাবে অৱল কৱিতন। পৱনজীৱীতে
আৰ্য বিমৰ্শতি ভাক হইয়া, আসামী আমাৰ ঘনিষ্ঠ আজীব বিধাৰ ভাকাকে
সংশোধনেৰ চেষ্টা কৱিয়া, উক্ত কৃপ ব্যাখ্যালাপ হইতে বিবৃত হইতে বলিলে,
এবং উক্ত টাকা আসামীকে প্ৰদান কৰা অছেও আসামী চাকুৰী কৰাকালীন,

(চেলমান পাতা- ৩)



(পাতা- ৩)

আমাকে দেয় একটি ঠিকাদারী কাজ বাবদ আমার নিকট ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে, আসামীর সহিত আমার মত বিরোধ দেখা দিলে, আসামী আমার বিরস্কে একটি মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং- ০৪, তাৎ- ০১/০৬/২০২২ইং, ধারাঃ দণ্ড বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০। যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত মোকদ্দমার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের আচীর্ণ স্বজন সহ ক্ষতিপ্রয়োগীদের মধ্যস্থতায় আমাকে সেইভ করার লক্ষ্যে আসামীর সহিত বিষয়টি নিয়া আপোষ নিষ্পত্তির ফলশ্রুতিতে অতঃপর ১ম ঘটনার দিন ও সময়

অর্ধাঃ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ রোজ সোমবার বৈকাল ৪(চার)

ঘটিকার সময়, আসামীর বসত গৃহে বসিয়া আসামীর নিকট হইতে আমি কোন

টাকা ও হণ না করা স্বত্ত্বেও আসামীর নিকট হইতে বিগত ইং ০১/০৮/২০২২

তারিখ ৯৫,০০,০০০/- (পচানবই লক্ষ) টাকা ধার বাবদ এহণ করিয়াছি মর্মে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক ৩০০/- টাকার একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করি। এমনকি

উক্ত টাকা আগামী ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ প্রদান করিব মর্মে অঙ্গীকার

নামায় উল্লেখ থাকে এবং উক্ত ৯৫,০০,০০০/- (পচানবই লক্ষ) টাকা

প্রদানের সিকিউরিটি স্বরূপ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ ক্রপালী ব্যাংক

লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল আমার হিসাবে একটি অ-

লিখিত চেক প্রদান করি, যাহার চেক নং- CHLT ৮৪১৯৭৪২। চেকটি টাকার

অংক ও তারিখ বিহীন অর্ধাঃ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। অধুমাত্র

আমার স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) আসামীকে সত্তিপ্রয়োগীদের

মধ্যস্থতায় আসামীকে বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ প্রদান করি।

পরবর্তীতে আমার কর্তৃক আসামীকে দেয় বিগত ০১/০৮/২০২২ইং

তারিখের বর্ণিত সিকিউরিটি স্বরূপ চেকের পরবর্তীতে বর্ণিত টাকা, পর্যায়তন্মে

আমি বিগত ০২/১০/২০২২ইংরেজী তারিখের আসামীর SCBI ব্যাংক যাহার

একাউন্ট নং- ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ

হাত্তার) টাকা বিগত ২৭/১০/২০২২ইং তারিখে আসামীর একটি A/C নম্বরে

(পাতা- ৮)

ব্রহ্মপুর বাজার
মুক্তি কর্তৃপক্ষ সংস্থা
নেতৃত্ব নথি নং ০১৭২-৮৫৪২৪৩

পুনরায় ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিগত ২২/০৬/২০২৩ইং তারিখ আসামীর COX BAZAR শাখায় BANK ASIA ০৪৬৩৩০০১৫৭৯ নং হিসাবে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, বিগত ১৫/০৬/২০২৩ইং তারিখ উক্ত একাই একাউটে ১৯,৩২,০০০/- (উন্নিশ লক্ষ বত্তিশ হাজার) টাকা বিগত ২২/১২/২০২২ইং তারিখ Standar Chartered BANK, GULSHAN শাখায় A/C নং ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বিগত ০৭/০৫/২০২৩ইং তারিখ আসামীর চৰকুনিয়া ইধহশ ঘঢ়ফ. এর ২৪১১৩৫৮৭৮০৬ নং হিসাবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্ধাং আসামী বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ৪৭,৩২,০০০/- (সাতচত্ত্বিং লক্ষ বত্তিশ হাজার) টাকা এবং আসামীর চাওয়ামতে বিগত ০১/০১/২০২৩ইং তারিখ জনেক আমানউল্লাহ বারীকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং বাকী টাকার পরিবর্তে বিগত ০৭/০৫/২০২৩ইং তারিখে ৪২,৬৮,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ আটষষ্ঠি হাজার) টাকা মূল্যের কাশিপুর চহতপুর নামক স্থানে আসামীকে ১২.১৯ (বার দশমিক এক নয় শতাংশ) সম্পত্তির দলিল প্রদান করি। যাহার দলিল নং- ৬৩৮২। অর্ধাং আমার কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় শর্ত মোতাবেক সিকিউরিটি স্রবণ (অলিখিত চেকের) ৯৫,০০,০০০/- (পচানবই লক্ষ) টাকা পর্যায়ক্রমে নগদ টাকা ও বাকী টাকা দলিল প্রদান করি। সু-চতুর আসামীকে সমুদয় টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও আসামীকে আমার কর্তৃক দেয় বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ সিকিউরিটি স্রবণ অলিখিত চেকটি (টাকার অংক তারিখ বিহীন) চেকটি ফেরৎ চাহিলে, আজ কাল বলিয়া নানা তালবাহানা করিয়া চেকটি আমাকে প্রদান না করিলে, আমি বিষয়টি কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত পূর্বে তাহাদের সহযোগীভাবে আসামীর নিকট আমার বিগত ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ দেয় কল্পালী ব্যাংকের CHLT-8419742 সিকিউরিটি স্রবণ অলিখিত চেকটি ফেরৎ চাহিলে, আসামী চেকটি ফেরৎ দিবেন মর্মে, বিভিন্ন দিনক্ষণ নির্ধারণ করিয়া, উহা ফেরৎ না দিয়া সুচতুর আসামী অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার কর্তৃক আসামীকে দেয় বিগত ইং ০১/০৮/২০২২ তারিখের কল্পালী ব্যাংক লিমিটেড, (সেইসাথে বাস টার্মিনাল শাখা), বরিশাল CHLT 8419742 নং সিকিউরিটি স্রবণ

অধিবক্তৃত প্রত্যার্থিত
০১২ টা.৮৪
প্রধান স্বত্ত্বাধারক
নথি নং ৬৩৮২
বিষয় প্রত্যার্থ কোর্ট
কল্পালী

(চলমান পাতা- ৫)

১০১১০১০২১২০৫৪৩



(পাতা- ৫)

অবিদ্যু মনস প্রত্যাখ্যাত

৫৭
প্রদান করিয়া আছে।

অলিখিত চেকটি জালিয়াতীভাবে সকল কলাম পূরণ করতঃ বিগত ১৫/০৯/২০২৩ তারিখ ক্ষমতা ব্যাংক লিঃ, উত্তরা মডেল টাউন শাখায় জমা প্রদান করিয়া বিগত ২৫/০৯/২০২৩ইং তারিখ আমাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিলে, আমি উহা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত চেকের বিপরীতে অর্ধাং সিকিউরিটি স্কুল প বিগত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখে অলিখিত চেকটি আসামী সকল কলাম পূরণ করিয়া অঙ্গীকারনামায় চেকটি ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ দেয়ার কথা উক্তের থাকা স্বত্ত্বেও আসামী উহাতে অর্ধাং অলিখিত চেকটিতে ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ লিখিয়া সকল কলাম পূরণ করিয়া উহা আমার একাউন্টে জমা দিয়া ভিসঅন্নার করাইলে, আমি আসামীর উক্ত লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদান করিয়া, আসামীকে চেকের সমুদয় টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও পুনরায় আমার অসং উদ্দেশ্যে লাভবান হওয়া হইতে বিরত থাকিয়া চেকটি লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির পর ফেরৎ প্রদান করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু প্রতিভ্য সোভী আসামী আমার কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের সিকিউরিটি স্কুল অলিখিত চেকটি ফেরৎ প্রদান না করিয়া

অতঃপর ২য় ঘটনার দিন, তারিখ ও সময় অর্ধাং বিগত ইংরেজী ০৯/১১/২০২৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার অফিস চলাকালীন সময় মোকাম ঢাকণ বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, আসামী জাল-জালিয়াতী ভাবে বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অলিখিত চেকটিতে সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া উহা অর্ধাং চেকের সকল কলাম আমার নিজ হতে পূরণ না করা স্বত্ত্বেও উহা জালিয়াতী ভাবে পূরণ করিয়া উহা তাহার কর্তৃক জাল করা হইয়াছে জানা স্বত্ত্বেও উহাকে আসল অর্ধাং খাটি হিসাবে বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকা উহা উক্ত চেকটি ব্যবহার করিয়া আমার বিস্তকে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর)।

আমি উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়া উহার কপি সংগ্রহ করিয়া, স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে আসামীদের নিকট আমার দেয় চেকটি ফেরৎ চাহিতে গেলে, অতঃপর শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং তাৰিখাবের তারিখ

(চলমান পাতা- ৬)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭



জন কুমাৰ
জালিয়াত্তী
নেকেড়ি, গুৱাহাটী
ফোন: ০৩৬২-৪৫৪২৮৩
মেইল: ০১৭২-৪৫৪২৮৩

(পাতা- ৬)

অর্থাৎ বিগত ২৪/১১/২০২৩ইংরেজী তারিখ রোজ শুক্ৰবাৰ বৈকাল
০৪(চার) ঘটিকাৰ সময় কতিপয় স্বাক্ষী সহ আসামীৰ বসত গৃহে যাইয়া,
আসামীকে পাইয়া আসামীকে দেয় সিকিউরিটি স্বৰূপ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং
তারিখের অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান কৰা স্বত্ত্বেও) উক্ত
চেকটি ফেরৎ চাহিলে, আসামী উহাতে ক্ষিণ্ঠ হইয়া আমি সহ কতিপয়
স্বাক্ষীদেৱ সহিত অশালীন আচৰণ কৰতঃ এই ঘটনা নিয়া বেশী বাড়াবাঢ়ী
কৰিলে, খুন জন্মেৰ হৃষকি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। আসামী আমাৰ সৱলতা ও
বিশ্বস্তাৰ সুযোগ নিয়া প্রতারণামূলক বিশ্বাস ভঙ্গ কৰিয়া প্রতারণামূলক ভাবে
তাহাৰ নিকট আমাৰ রক্ষিত সিকিউরিটি স্বৰূপ চেকটিতে অবৈধভাৱে লাভবান
হওয়াৰ উদ্দেশ্যে চেকটি জাল-জালিয়াত্তী কৰিয়া, অলিখিত চেকটি গ্ৰহণ কৰিয়া
আমাৰ সম্বতি ব্যতিৱেকে অগোচৰে বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখেৰ আমাৰ
কৰ্তৃক সিকিউরিটি স্বৰূপ দেয় অ-লিখিত চেকটি জালিয়াত্তী কৰিয়া তাহাৰ নিজ
নাম ও টাকাৰ অংক লেখিয়া সকল কলাম পূৰণ কৰিয়া উহা জালিয়াত্তী ভাবে
তৈৱী কৰিয়া উহা জালিয়াত্তী পূৰ্বক তৈৱী কৰা জানা স্বত্ত্বেও চেকটি বিজ্ঞ
সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে দাখিল কৰিয়া দন্ত বিধি আইনেৰ ৪০৬/ ৪২০/
৪৬৫/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/ ৫০৬ ধাৰায় অপৰাধ কৰিয়াছেন। আমাৰ এই
ঘটনাৰ বছ স্বাক্ষী প্ৰমাণ আছে। অতি নালিশি দৱখান্তেৰ সহিত বিগত
০১/০৮/২০২২ইং তারিখেৰ অঙ্গীকাৰনামাৰ ফটোকপি, আসামী কৰ্তৃক দেয়
লিগ্যাল নোটিশ, আমাৰ কৰ্তৃক দেয় লিগ্যাল নোটিশৰ জৰাব, আসামীৰ
কৰ্তৃক দায়ৱৰূপ মোকদ্দমাৰ ফটোকপি এবং আমাৰ জাতীয় পৱিচয় পত্ৰেৰ
ফটোকপি দাখিল কৰা গেল।

সেমতে প্ৰাৰ্থনা বিজ্ঞ আদালত দয়া প্ৰকাশে আমাৰ
অতি নালিশি দৱখান্ত আলা গ্ৰহণ কৰতঃ ন্যায়
বিচাৰেৰ স্বার্থে আসামীৰ বিজ্ঞক দন্ত বিধি আইনেৰ
৪০৬/ ৪২০/ ৪৬৫/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/ ৫০৬
ধাৰায় মোকদ্দমাটি আমলে নিয়া হোৰতামী
পৰোক্ষান্বয় আদেশ দালে সুবিচাৰ কৰাৰ মৰ্জি হয়।

ইতি

তাৰিখ ৬/১২/২০২৩ইং

৫৭

২৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪

২১.০১.২৪

স্বতন্ত্র-৮

চোরাকীয়া - কিউডি ইকোপ্লাট স্যার্কিটে প্রোগ্রাম নং ০১ বিক্রিয়।
খণ্ড, পি - ৪২৪/২০২৩ (প্রক্রিয়া)

৫৪২
২১/১১/২৩

বর্ণালী

বিজ্ঞ প্রেস্টেশন প্লাটফর্ম

আদালত-০১

বরিশাল।

মিহর অনুসন্ধান প্রতিবেদন।

সূত্র: এম পি মাঝলা নং-৪২৪/২০২৩ ধাৰা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬ পেনাল কেওড়।

বাবী: মোঃ মাকসুদুর রহমান মাসুদ(৪৯) পিতা- মৃত আলহাজ্র মোবারিক আলী হিয়া সাং-কাশিগুর ২৪, নং-৫ ওয়ার্ড থানা- এয়ারপোর্ট জেলা- বরিশাল। এম,আই,ডি নং- ৬৪৪৪৭১০১৭৯ মোবা-০১৭১১০৮৯৫৪৯

বিবাদী: ১। আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০), পিতা- মৃত এমএ হাকিম সাং- নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া, ২০ নং ওয়ার্ড থানা- কোত্তয়ালী জেলা- বরিশাল।

১ম ও শেষ ঘটনাহুল: কোত্তয়ালী থানাধীন নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া, ২০ নং ওয়ার্ড সাকিনস্ত আসামীর বসত ঘর।

২য় ঘটনাহুল: বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, ঢাকা।

ঘটনার তারিখ ও সময়: ১ম ঘটনার তারিখ: বিগত ইংরেজী ০১/০৮/২০২২ তারিখ রোজ সোমবার সময় বিকাল অনুমান ০৪:০০ঘটিকা।

২য় ঘটনার তারিখ: বিগত ইংরেজী ২৪/১১/২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সময় অফিস চলাকালীন সময়।
শেষ ঘটনার তারিখ: বিগত ইংরেজী ২৪/১১/২০২৩ তারিখ রোজ শুক্রবার সময় বিকাল অনুমান ০৪:০০ঘটিকা।

জনাব,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিমীত নিবেদন এই যে, সুত্রে বর্ণিত মামলাটি থানায় প্রাপ্তির পর উক্ত ঘটনার বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অফিসার ইনচার্জ আপনার নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে, অফিসার ইনচার্জ এর হাতো মতে অত মামলার তদন্তভার আমার উপর অর্পণ করা হয়। আমি অত মামলার দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রুত মামলার ঘটনাহুল সরেজমিনে পরিদর্শন করি। বাবী সহ তাহার মানীত সাক্ষী ও হানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষীদের মামলার ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করি। বাবীর উপস্থাপন মতে অত মামলার ঘটনার সত্যতা প্রমানের জন্য বিভিন্ন কাগজ পত্র প্রাপ্ত ইহায় পর্যালোচনা করি। মামলাটি স্থানীয় ভাবে ব্যাপক তদন্ত করি।
প্রাথমিক তদন্তকালে জানা যায়, বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত মামলার বাবীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্ধাংশ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) International Organization of Migrant (IOM), কল্পবাজার এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাবীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরকান বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাবীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় টিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কজ দেয়। বাবী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনাম ছিলো না। বিবাদী উক্ত টিকাদারি কাজের জন্য বাবীর নিকট মূল্যায় ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাবীকে প্রদেয় অর্থ বাবী তাহাকে নগদ ও ব্যাঙ্কে পরিশোধ করিয়াছে যদ্যে বাবী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বিবাদীর সহিত মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাবীর বিরক্তে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মাঝলা করেন যাহার মাঝলা নং- ০৪, তা- ০১/০৬/২০২২ইং, ধাৰা: ৪০৮/৪২০ পেনাল কেওড়। যাহা বর্তমানে পি,বি,আই,বি,বিশাল তদন্ত করিতেছেন। বাবী ও বিবাদী নিকট আত্মীয় হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ সিস্পতি ও উক্ত মামলার বিষয় নিয়া আপোষ নিস্পত্তির সঙ্গে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন সহ কঠিপয় স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, উভয়পক্ষ বিবাদীর বসত শুরু দিয়া আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষের আলোচনা প্রাপ্ত এবং উভয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাবী, বিবাদীকে নগদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন এবং বাবী ৯৫,০০,০০০/- (পাঁচাশনয়িক লক্ষ) টাকা ধাৰ বাবী বিবাদীর নিকট হইতে হংস করিয়াছি যদ্যে সিদ্ধান্ত হওয়ায় বাবী উক্ত বিষয়ে ৩০০/- টাকার একটি নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। বাবী উক্ত ৯৫,০০,০০০/- (পাঁচাশনয়িক লক্ষ) টাকা প্রদানের সিকিউরিটি স্বত্ত্বপ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ বাবী তাহার রূপালী ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল একটি অ-লিখিত চেক প্রদান করেন, যাহাৰ চেক নং: CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অক্ষ ও তারিখ বিহীন অর্ধাংশ অন্যান্য কালাম উল্ল অনুবন্ধিত ছিল।
তথ্যাত্মক বাবী বাসক করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন।

পরবর্তীতে অঙ্গীকার নামার শর্ত অনুযায়ী বাবী বিবাদীকে গত ইংরেজী ০২/১০/২০২২ তারিখে বিবাদীর SCBL ব্যাঙ্কে শাখার একাউন্ট নং- ২৪১১০৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, গত ২৭/১০/২০২২ইং তারিখে বিবাদীর উক্ত A/C মধ্যে পুনরায় ৪,৫০,০০০(চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

অক্ষয় বিবাদী

০৩০২১২৬০৩
অফিসার সম্পর্ক
বিবাদীর প্রদান পত্র

(২)

গত ২২-০৬-২০২৩ ইং তারিখ আসামীর COX BAZAR শাখার ব্যাংক এশিয়া হিসাব নং ০৪৬৩০০১৫৭৯
তে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, বিগত ১৫/০৬/২০২৩ইং তারিখ উক্ত একাউন্টে ১৯,৩২,০০০/-
(উনিশ লক্ষ বত্তি হাজার) টাকা, বিগত ২২/১২/২০২২ইং তারিখ Standar Chartered BANK, GULSHAN
শাখার A/C নং ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৮,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বিগত ০৭/০৫/২০২৩ ইং তারিখ
বিবাদীর Standar Chartered BANK, গুলশান শাখা, ঢাকা এর ২৪১১৩৫৮৭৮০১ নং হিসাবে ৫,০০,০০০/-
(পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থাৎ আসামী বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে সর্বমোট ৪৭,৩২,০০০/- (সাত চাঁচল লক্ষ বত্তি হাজার)
টাকা, গত ইং ০১-০১-২০২৩ তারিখ বিবাদী এর চাহিত মতে সাক্ষীদের মোকাবেলায় নগদ ৫,০০,০০০(পাঁচ
লক্ষ) টাকা এবং বাচী টাকার পরিবর্তে বিগত ০৭/০৫/২০২৩ইং তারিখ ৪২,৬৮,০০০/- (বিয়াঁশিল লক্ষ আটযাঁটি
হাজার) টাকা মূল্যের বরিশাল কাণ্ডপুর চহতপুর নামক ছানে বিবাদীকে ১২,১৯ (বার দশমিক এক নয় শতাংশ)।
সম্পত্তির দলিল প্রদান করেন। যাহার দলিল নং- ৬৩৮২। অর্থাৎ বাদী কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখের
অঙ্গীকারনামায় শর্ত মোতাবেক সিকিউরিটি স্ক্রুপ (অলিখিত ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানবই লক্ষ) টাকা পরিশোধ
করেন। বাদী বিবাদীক সমন্বয় টাকা প্রদান করা স্বত্তেও বাদী কর্তৃক বিবাদীকে প্রদেয় বিগত ০১/০৮/২০২২ইং
তারিখ সিকিউরিটি স্ক্রুপ অলিখিত চেকটি (টাকার অংক তারিখ বিহীন) ফেরৎ চাহিলে, বিবাদী উক্ত চেকটি ফেরত
না দিয়া আজ কাল বলিয়া নানা তালবাহানা করিতে থাকে। পরবর্তীতে বিবাদী চেকটি বাদীকে প্রদান না
করিলে, বাদী বিষয়টি কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিলে, উক্ত সাক্ষীগুলি বিবাদীর নিকট বাদীর প্রদেয় অলিখিত
চেকটি ফেরৎ চাহিলে, বিবাদী চেকটি ফেরৎ ফেরৎ দিবেন মর্মে, বিভিন্ন দিন ক্ষন নির্ধারণ করে ঘূরাইতে থাকে। ইহার পর
বিবাদী উক্ত অলিখিত চেক খানা ফেরৎ ন দিয়া সে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অলিখিত চেকটি
জালিয়াতীভাবে নিজেই সকল কলাম পূরন করতঃ বিগত ইং ১৩/০৯/২০২৩ তারিখ রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা
মডেল টাউন শাখায় জমা প্রদান করে এবং চেক খানা ডিজিটাল করাইয়া বিগত ২৫/০৯/২০২৩ইং তারিখ
বাদীকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। বাদী বিবাদীর প্রদেয় উক্ত লিগ্যাল নোটিশের জবাবে, বাদী বিবাদীকে
চেকের সমন্বয় টাকা প্রদান করা স্বত্তেও পুনরায় বিবাদীকে অসৎ উদ্দেশ্যে লাভবান হওয়া হইতে বিরত থাকিয়া
চেকটি ফেরৎ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী
০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী
উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম
আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)
মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের
জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার
প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্তেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে পেলে, শেষেক্ষণ
ঘটনাহীল এবং অধীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ গুডব্রার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার
সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ্ঠ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দৰ্জব্যবহার করিতে থাকে এবং এই
ঘটনা সহয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের হৃষক দিয়া তাহাদের বাঢ়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

তদন্তকারী অফিসারের মতামতঃ আমার সার্বিক তদন্তে, প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণেও ঘটনার পারিপার্শ্বিকভাবে আসামী ১।
আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০), পিতা- মৃত এমএ হাকিম সাং- নিউ কলেজ রোড, বৈদাপাড়া, ২০ নং ওয়ার্ড থানা-
কোত্তালী জেলাঃ বরিশাল বাদীর সরলতা ও বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়া প্রতারণামূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া বিবাদীর
নিকট বাদীর রুক্ষিত সিকিউরিটি স্ক্রুপ অলিখিত চেকটিতে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে চেকটি জাল-
জালিয়াতী করিয়া, বাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার অগোচরে বিবাদী নিজেই উক্ত চেকের সকল কলাম পূরণ
করিয়া এবং হমকি প্রদান করিয়া বিবাদী দত্ত বিধি আইনের ৪০৬/৪২০/ ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ ধারায়
অপরাধ করিয়াছে মর্মে প্রাথমিক ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব, অত্র মামলার অনুসর্কান্ত প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করিলাম।

বিবাদী
০১/০১/২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

শ্রেণি পি - ৪২৪/২০২৩ (বৈষম্যপূর্ণ)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষীঃ এ্যাডঃ মোঃ নুরুল হক মুলাল (৬০), পিতা- মৃত ওয়াজেদ আলী মোল্লা, সং- ইঙ্গুলি টি. ১৯ নং ওয়ার্ড,
ধানা- এয়ারপোর্ট, বি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্রঃ এম পি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। আমি পেশায় একজন আইনজীবী। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে
বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদীর ঘনিষ্ঠ আন্তীয় অর্থাৎ
শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্বাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা
ছিলেন এবং বর্তমানে দে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর
সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাউন্ট হইতে তাহার
বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেয়ন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন
বাদীকে তাহার মেসাস মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের
মধ্যে সু-সম্পর্কের গরনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত
ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী
তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত
বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত
বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ
রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসার আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা
করিয়া বিবাদীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫
লক্ষ টাকা দিবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ
টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অন্যায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা,
বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT ৪৪১৯৭৪২। চেকটিতে
টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপুরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী খাক্ষর করিয়া (অলিখিত
চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যহত্যাকাণ্ডে উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে
সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী
০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস ঢলাকালীন সময় বিবাদী
উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম
আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩
(উক্তরা) মোকাদমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকাদমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকাদমা সম্পর্কে কতিপয়
স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর
নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা ব্যতো) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে
গেলে, শেষেও ঘটনাহীল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল
০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে
থাকে এবং এই ঘটনা সহিয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হয়ে দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া
দেয়।

এই আমার জবাবদী।

লিপিবদ্ধকারী

১০/১৩৩-৭৩৩

১০-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩১২১২৩৮৪৮২

উ.প.পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তয়ালী থানা, বি.এম.পি.বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭

১৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪ ২১-০১-২৪

স্বতন্ত্রস্বৈর্ণব

মোহাম্মদ:- বিশ্বে কল্যাণ সেবা মালি মোহাম্মদ-১১, পাটী
প্রদেশ, পি-৮২৪/২০২৩ (কোণগামী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ সুলতান আহামেদ(৪০), পিতা- মৃত আলহাজ্ব মোক্তেসুর রহমান, সাং- কাশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড,
থানা- এয়ারপোর্ট, বি.এম.পি.বরিশাল এর হোষকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মামলার বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আমার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আভীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কল্যাণজার এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরপুর বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপর্যুক্ত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধের কেন লিখিত চুক্তিনাম ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উক্ত পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উক্ত পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার ঝুলানী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষরের মধ্যস্থায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সহয় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সহয় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা হচ্ছে) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিত গোলে, শেষেষত ঘটনাস্তুল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের হ্যাকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী

০৭-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তয়ালী থানা, বি.এমপি.বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৬৭

২৭-০৯-২৪ ২৭-০৯-২৪ ২৭-০৯-২৪ ২০.০০.৮

ক্ষেত্রমুক্তি বিভাগ কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থার জন্য ক্ষেত্রমুক্তি বিভাগ
ক্ষেত্র প্রক্রিয়ান্বিত কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমুক্তি বিভাগ
(ক্ষেত্র প্রক্রিয়ান্বিত কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমুক্তি বিভাগ)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষীঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন সিটন @ মোঃ সিটন খান(৫০), পিতা- মৃত আলী আজিম খান, সাংস্কৃতিক, ধান্মা-
বন্দর, বি.এম.পি.বিশাল এর ঘোষকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অতি মানুর বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আমার
জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অতি মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অতি মামলার বাদী মাসুদ এর
ঘনিট আলীয় অধীক্ষ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফর্ম, কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমুক্তি বিভাগ
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
একাউন্ট ইতিবেশে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি
কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত
চূক্লিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী
করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত
বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিকল্পে বিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি
মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
এবং উভয় পক্ষ আলোচন করিলে চেকে পরিশোধ করিয়া বিবাদীয়ি বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা
ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপাদী ব্যাংক লিমিটেড,
সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। তথ্যাত্মক
বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অঙ্গীকৃত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার
পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খালি ফেরৎ প্রদান না
করিয়া গত ইংলেজী ০১/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিভ. সি.এম.এম আদালতে, অফিস
চলাকলীন সময় বিবাদী উক্ত অঙ্গীকৃত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী
করিয়া বিভ. সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিকল্পে একটি সি.আর
নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অঙ্গীকৃত চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও চেকটি পুনরায়
ফেরৎ চাহিতে পেলে, শেষেক ঘটনাহীন এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ্ঠ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত
দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের হৃষকি দিয়া তাহাদের বাড়ি
হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবাবদী।

লিপিবদ্ধকারী

০১-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উকিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৮২

উপ.পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তমালী থানা, বি.এম.পি.বিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭
২০-৩১-২৪

২৭-০২-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৭-০২-২৪ ২৭-০২-২৪

কলামণ্ডা- বিড়ি হন্টিংপল্লিটেক্সট্রিটেক্স কলামণ্ডা জিল্লাপত্তনম-০১, বি
ক্রম, পি - ৪২৪/২০২৬ (কোড়োলি)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ আনিচুর রহমান(৬০), পিতা-মোনাহেফ আলী হাওলাদার, সাং-নিয়া পাড়া, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-
বিমানবন্দর, বি, এম, পি, বিশাল এর ফোঁকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মাল্লা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মাল্লার বাসী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মাল্লার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মাল্লার বাসী মাসুদ এর ঘনিটি আজ্ঞায় অর্ধেৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, করবাজার এর একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাসীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাসীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাসীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এস্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে অর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চূক্ষিনাম ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাসীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবেদভাবে দাবী করিলে এবং বাসীকে প্রদেয় অর্থ বাসী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাসী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাসীর বিকল্পে বিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মাল্লা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সেমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবাদীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাসী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দিবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাসী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাসী তাহার রপচী ব্যাংক লিমিটেড, সেট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটি নিজেই সকল কলাম পূর্ণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাসীর বিকল্পে একটি সি, আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উক্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাসী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা হত্তেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে পেলে, শেষেকালে ঘটাস্তুল এবং অবৈকারেন তারিখ অর্ধেৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ্ঠ হইয়া বাসী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্বিবন্ধন করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের হয়কি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

নিপিবন্ধকারী
মোঃ জিয়েবিন

০৯-১২-২০২৬
(মোঃ শিহুর উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা, বিএমপি, বিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৩৭ ৩১-০১-২৪ ৩১-০১-২৪ ৩১-০১-২৪ ২০০১/৮
 ৩০-০১-২৪ ৩১-০১-২৪ ৩১-০১-২৪ ২০০১/৮
 জেনারেশন-এক্সিএলিংস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (জেনারেশন-এক্সিএলিংস
 এন্ড পি- ৪২৪/২০২৩ (বেঙ্গলুরু)

সাক্ষীর জবাবদী

সাক্ষীঃ আঃ হালিম (৬৫), পিতা- মৃত ঘুরুল আহমেদ, সং-কাশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর,
 বি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাৰ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবাবদী।

সূত্রঃ এমপি মাঝলা ম-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্ম মালার বাবী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসারাদে বলিতেছি যে, অত্ম মালার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্ম মালার বাবী মাসুদ এর ছনিট আলীয় অর্ধাংশ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম কর্মসূচীর করা কালীন বাবীক সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাবীর ব্যাংকে একাউটে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাবীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাবী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে অর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনাম ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাবীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবেদভাবে দাবী করিলে এবং বাবীকে প্রদেয় অর্থ বাবী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্ম বাবী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাবী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাবীর বিকলকে বিরশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মালা করেন। তদের উক্ত বিরোধের কারনে অমি সহ উভয় পক্ষের সোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া পত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বদি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাবী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দিবে এবং আগমী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাবী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অন্যান্য বাবী তাহার কলাম ব্যাংক সিমিটেক, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বিরশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্ধাংশ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাবী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যহত্যায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাবী সহয় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ পি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ পি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাবীর বিকলে একটি পি.আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাবী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে দেলে, শেষেও ঘটনাটল এবং অস্থীকারের তারিখ অর্ধাংশ গত ২৪-১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ উক্তবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর কিণ্ড হইয়া বাবী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্বিবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জখমের হৃষকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাঢ়াইয়া দেয়।

এই আমার জবাবদী।

লিপিবদ্ধকারী

মোঃ শিহুর উদিন

১০-১২-২০২৩

(মোঃ শিহুর উদিন)

বিপি নং-১৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তালী থানা, বি.এমপি.বিরশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭
১০-০২-২৪

১০-০২-২৪ ১০-০২-২৪ ১০-০২-২৪ ২০৩:৪

প্রেরণাঃ- বিএস ইন্ডিপলিটেল সঁজ্ঞাক্ষৰ প্রেরণা মালা-০১/৫৯
ক্ষেত্র, সি - ৪২৪/২০২৪ (কোণগামী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন (৪০), পিতা- আঃ বব রাঢ়ী, সাংকশিপুর, ২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর,
বি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাৰিঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মালা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাসী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ণ পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মালার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মালার বাসী মাসুদ এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্মসূচী এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাহুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাহুরি করা কালীন বাসীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হিতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপর্যুক্ত অর্থ বাসীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাহুরি করা কালীন বাসীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে একটি কাজ দেয়। বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চক্রিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাসীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবেদভাবে দাবী করিলে এবং বাসীকে প্রদেয় অর্থ বাসী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাসী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাসী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাসীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মালা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারণে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধী বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারণামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাসী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্যে ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাসী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাসী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ. লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অর্ক ও তারিখ বিহুন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাসী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাসী সময় মত বিবাদীকে সমৃদ্ধ টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ সি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সহয় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কালাম পূর্ণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাসীর বিরুদ্ধে একটি সি.আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তর) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাসী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা হত্তেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষেকালে ঘটনাহীন এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ পত্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ্ণ হইয়া বাসী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া
বিবাদী
বিবাদী
বিবাদী
বিবাদী
বিবাদী

লিপিবদ্ধকারী
মোঃ শিহুর উদ্দিন
০৭-১২-২০২৩

বিপি নং-৯০২১২৩৮৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তমালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৫
ছন্দোলন-২৪

১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪

জেকানা- বিল্ডিং স্কেন্টাইলিট্যান ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ক্ষেত্রফল-০১, বান্দা
গ্রাম, মি- ৮২৪/২০২৩ (কোণভূমি)

সাক্ষীর জবাবদিনী

সাক্ষীঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (৫০), পিতা- মৃত নূর বর, সাংইছাকাটি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিশাখাবন্দর,
বি, এম, পি, বিশাল এর ঘোষণা। বি। ১৬১ ধারার রেকর্ডস্থ জবাবদিনী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমর ঠিকানা উপরে স্টিকভাবে দেখা আছে। আমি বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত মেজব অর্থ
মালাৰ বাসী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাবে বলিবেছি যে, আম মালাৰ বিবাদী
অল-বাসী ইবনে ই কিম(৪০) অর্থ মালাৰ বাসী মানুদ এৰ ঘনিষ্ঠ আঢ়াই অৰ্ধেৎ শ্যালক। বিবাদী অল-বাসী
ইবনে ই কিম(৪০) একটি প্রাইভেট ঘার্ম, কুরবাজার এৰ একজন উর্ভৱন কৰ্মকৰ্ত্তা ছিলেন এবং বৰ্তমানে সে উক
প্রতিষ্ঠানে চাকুৰি কৱেন না। বিবাদী উক প্রতিষ্ঠানে চাকুৰি কৱা কালীন বাসীৰ সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং
তাহার সুসম্পর্কেৰ দক্ষল বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একটৈটৈ ইহাতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপর্যুক্ত অৰ্থ
বাসীৰ ব্যাক একটৈটৈ প্ৰেম কৱিত। বিবাদী উক প্রতিষ্ঠানে চাকুৰি কৱা কালীন বাসীকে তাহার মেনোন মানুদ
এন্টোৱপ্রাইজ নামীয় ঠিকানার প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাসী ও বিবাদীদেৱ মধ্যে সুসম্পর্কেৰ কাৰণে
তাহাদেৱ মধ্যে আৰ্দ্ধ লেনদেন সমূহেৰ কোন লিখিত চূল্পিনাম ছিলো না। বিবাদী উক হিকানাবি কাজেৰ জন্য
বাসীৰ নিকট মুন কাৰ ৫০% অৰ্থ অৱেদভাবে দাবী কৱিলৈ উক বিবাদীৰ মধ্যে মত বিৱোধ দেখা দিলৈ,
বিবাদী বাসীৰ বিকলে বৰিশাল এয়াৱপোত থানাত একটি মামলা কৱেন। তাদেৱ উক বিবে এবং কাৰণে আমি সহ
উভয় পক্ষেৰ সোকজন বিবাদীৰ বসন্ত ঘৰে বনিয়া গত ০১/০৮/২০২৩ ইং তাৰিখ রোজ সোমবাৰ বিকাল ৪ চাৰি
ঘটকত সহজে বিবাদীৰ বাসীৰ আলোচনাৰ জন্য বনি এবং উভয় পক্ষ অলোচনা কৱিয়া বিবোধীয় বিবাদে
শীমাংশাৰ ঘাৰে একটি অধীকনৰনা কৱা হয় যাতে দেখা ছিলো, বাসী বিবাদীকে মগদ ৫ লক্ষ টাকা নথে এবং
আগামী ০১(এক) বছৰেৰ মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তাৰিখেৰ মধ্যে বাসী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পৰিশোধ কৱিবে।
এই শৰ্ত অনুযায়ী বাসী তাহার ঝুপালী ব্যাক পৰিষ্ঠিতে, সেন্ট্রাল বাস টাৰ্মিনাল শাখা, বৰিশাল এবং একটি অ-
লিখিত বিবাদীকে চেক প্ৰদান কৱেন, যাহাৰ কেক নং- CHLT 8419742। চেকটৈতে টাকাৰ অৰ্ক ও তাৰিখ
বিহীন অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্ত স্ট্যুল্প ব্যৱহাৰ কৱিয়া আলোচনাৰ জন্য জালিয়াতী কৱিয়া বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, চাকাতে উক চেক ও
সকল কলাম পূৰ্ণ কৱিয়া প্রতাৰণাৰ জন্য জালিয়াতী কৱিয়া বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত, চাকাতে উক চেক ও
বেশী বাড়াবাড়ি কৱিলৈ, দুন জৰমেৰ দুমকি দিয়া তাহাদেৱ বাড়ি ইহাতে তাড়াইয়া দেয়।
এই আমাৰ জবাবদিনী।

লিপিবদ্ধকৰণ
১৭/৫২৭৮

১২-১২-২০২৩
(মাঃ শিহাৰ উদ্বিন)

বিধি নং-৯৩২১২০৮৪৮২

উপ-পুলিশ পদিমৰ্শক

কোত্তালী থানা, বি-এমপি, বিশাখা

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৭ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ২১৩৯
চতুর্থ-২৪

জনাবদী:- বিড়ি এক্সেপ্রেসলিটি লাইটলিটি ওয়েজনে খেলাম-০১২
প্রিমি, পি-৪২৪/২০২১(কোণগাঁও)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ কাজী কবির আহমেদ (৪৪), পিতা- হত কাজী রফতান আলী, সাং-ইছাকাটি, ২৯ নং ওহার্ড থানা-
বিমানবন্দর, বি.এম.পি.বরিশাল এর ফৌজকাঠ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এইপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার
জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে, অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর
যানিক আত্মীয় অর্ধাংশ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম, কর্তৃবাজার এর একজন
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা
কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন
একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করিত। বিবাদী উক্ত
প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নাম্বায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি
কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারণে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সম্মুহরে কোন লিখিত
চৃতিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ আবেদভাবে দাবী
করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত
বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরক্তে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি
মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত
০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি
এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিবোধী বিষয়ে শীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে সেখা
ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দিবে এবং আগস্ট ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের
মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক সিমিটেড,
সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-
CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ প্রদান করেন। ইহার পর বাদী বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ক্ষেত্রে প্রদান না করিয়া
গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ পি.এম.এম আদালতে, অফিস চলাকালীন
সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াটী করিয়া বিজ্ঞ
পি.এম.এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরক্তে একটি পি.আর নং-
১৬২১/২০২৩ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা
সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে
যাইয়া, বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও) চেকটি পুনরায়
ক্ষেত্রে চাহিতে গেলে, শেষেকাং ঘটনাহীন এবং অধীকারের তারিখ অর্ধাং গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ
তক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিণ হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত
দূর্ব্বলতা করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাঢ়ি করিলে, খুন জর্খের হৃষি দিয়া তাহাদের বাড়ি
হইতে তাড়িয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

লিপিবদ্ধকারী
১৪/১০২৪

২১-০২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোত্তয়ালী থানা, বিএমপি, বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

মোঃ জসিম উদ্দিন

এডভোকেট (এ.পি.পি)

জজ কোর্ট, বরিশাল।

মোবাইল: ০১৭১২-৮৫৪২৮৩

কোর্ট চেম্বার৪

কক্ষ নং- ২১০, বর্ধিত ভবন

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতি

(পোষ্ট অফিসের ২য় তলা)

বরিশাল-৮২০০।

ফোনঃ ০৪৩১-৬২৭৩৬

চেম্বার ৪

“জীমান ভবন” (৩য় তলা)

কে.বি. হেমায়েত উদ্দিন রোড

গীর্জা মহল্লা, বরিশাল-৮২০০।

ফোনঃ ০৪৩১-৬১৯১৯

তারিখঃ ২৩/১০/২০২৩ইং

লিগ্যাল নোটিশের জবাব

০১। মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ (মাকসুদুর রহমান মাসুদ)
 (প্রোঃ মেসার্স মাসুদ ব্রাদার্স)
 পিতাঃ মৃত আলহাজ্য মোবারক আলী মিয়া
 সাং- কালিপুর, ২৮নং ওয়ার্ড, থানাঃ এয়ারপোর্ট
 জেলাঃ বরিশাল।

এর পক্ষে-

মোঃ জসিম উদ্দিন
 এডভোকেট
 জজ কোর্ট, বরিশাল।

..... লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা।

০১। আলী বাকী ইবনে হাকিম
 পিতাঃ মৃত মেজান (অবগত) এগ্রেস হাস্পিট
 সাং- শান্তি নীড়, নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া, নং ওয়ার্ড
 থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ বরিশাল।

এর পক্ষে-

ফয়সাল আহমদ রিয়াদ
 এডভোকেট
 বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
 মোবাইল: ০১৭৭২-১১৩৩৪৩

..... লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদাতা।

মোঃ মাসুদুর রহমান

মাসুদ


 মোঃ মাসুদুর রহমান
 এডভোকেট
 জজ কোর্ট, বরিশাল।
 মোবাইল: ০১৭১২-৮৫৪২৮৩

আমি আমার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা কর্তৃক আদিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, তাহার কর্তৃক উপস্থাপিত কাগজপত্র পর্যালোচনা ও তাহার মৌখিক বক্তব্য শ্রবন করিয়া আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদাতা, আপনার কর্তৃক প্রেরিত বিগত ২৫/০৯/২০২৩ইং তারিখের লিগ্যাল নোটিশ বিগত ০১/১০/২০২৩ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদাতা আপনাকে এই মর্মে অনুগত করিতেছি যে,

আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদাতা, আপনার কর্তৃক প্রেরিত বিগত ২৫/০৯/২০২৩ তারিখের লিগ্যাল নোটিশের সমুদয় বিবরণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রয়োদিত।

যাহা আপনার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশ জবাব প্রদাতা, আপনার নিকট প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া, অবৈধভাবে লাভবাল হওয়ার উদ্দেশ্যে স্থ-পরিকল্পিত ভাবে, আমার মোয়াকেল বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করিয়াছেন।

আপনার কর্তৃক প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশ, ১মং দফত্তর আপনি উর্ধে করিয়াছেন, আমার মোয়াকেল লিগত ১০/১০/২০২৩ইং তারিখে বাসসারীক পয়োজনে ৯৫,০০,০০০/-

(চলমান পাতা- ২)

(পচানকই লক্ষ) টাকা কর্জ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং উক্ত টাকা ব্যবসায়ীক লাভ সহ প্রেরণ করিবেন।

তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, কেননা আমার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা, কশ্যান কালেও কেন টাকা ধার বাবদ গ্রহণ করেন নাই। তদ্বন্দ্বাবে আপনার কর্তৃক লিগ্যাল নোটিশে ২নং দফতর আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা উল্লেখ করেন যে, আমার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বিগত ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ বর্ণিত চেক নং- CTLH/8419742 এবং চলতি হিসাব নং- ৫০৪১০২০০০১০৪৪, কুপারী ব্যাংক লিমিটেড, টাকার পরিমাণ ৯৫,০০,০০০/- (পচানকই লক্ষ) টাকার চেকটি প্রদান করেন।

আপনার কর্তৃক উক্ত রূপ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যে প্রনেদিত, যাহা আপনার মোয়াকেল প্রকৃত সত্য এবং তথ্য গোপন করিয়া পূর্ববৎ অসৎ ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার কর্তৃক উক্ত মিথ্যা লিগ্যাল নোটিশ আমার মোয়াকেল বরাবর প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রকৃত সত্য এই যে, আপনার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা এবং আমার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা পরম্পর শ্যালক/ ভগ্নিপতি। অর্থাৎ আপনার মোয়াকেল আমার মোয়াকেলের শ্যালক বটে।

আপনার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশ জবাব গ্রহীতা একজন দূর্নীতি পরায়ন ব্যক্তি বটে (একাধিক চাকুরী হইতে দূর্নীতি দায়ে বরখাস্ত হন)। আপনার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা, পূর্বে কর্মবাজার জেলার International Organization of Migration (IOM) এর উর্কতন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। উক্ত সংস্থার মাধ্যমে দূর্নীতি পূর্বক অবৈধভাবে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে লক্ষ/লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম বহির্ভূত কাজ পাইয়া দিতেন। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণকৃত অবৈধ টাকা সু-কোশলে নিজ একাউন্টে গ্রহণ না করিয়া দূর্নীতির দায় হইতে রক্ষার নিমিত্তে আঙ্গীয়তার সুবাদে, আমার মোয়াকেলের ব্যাংক হিসাবে তাহাদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতেন। এমনকি উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা থাকাকালীন, আমার মোয়াকেলকে একটি কাজ দিয়া উহার লাভের ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দারী করিলে, তৎ প্রেক্ষিতে আমার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতার সহিত বিরোধ সৃষ্টি হইলে, পরবর্তীতে আমার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশ দাতা আপনার মোয়াকেল কর্তৃক অবৈধভাবে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণকৃত টাকা পরিশোধ করা স্বত্ত্বেও, আমার মোয়াকেলের কর্তৃক ঠিকাদারী কাজের প্রাপ্ত টাকার ৫০% দারী করিয়া, অসৎ উদ্দেশ্যে আমার মোয়াকেলের বিমানে একটি মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং- ০৪, তাৎ- ০১/০৬/২০০২ইং, ধারাঃ দত্ত বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০, জি.আর নং- ৭০/২০২২ (এয়ারপোর্ট)। উক্ত মোকদ্দমার প্রেক্ষিতে আঙ্গীয়তার সুবাদে স্থানীয় উভয় পক্ষের আঙ্গীয় স্বজন আপনার মোয়াকেলের ভগ্নিপতি করিয়া আলম থান সরুজ সহ প্রত্যক্ষৰ্থীদের, বিরোধীয় মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আপনার মোয়াকেল দূর্নীতি করিয়া আর্থিক টাকা গ্রহণ করায় যাহাতে কেন ভবিষ্যতে বিপদে না পадেন, তৎস্থে আপনার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতাকে “সেইভ” করার লক্ষ্যে আঙ্গীয়তার সুবাদে, আমার মোয়াকেল বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। উক্ত অঙ্গীকারনামার বর্ণিত মতে, আপনার কর্তৃক বর্ণিত ৯৫,০০,০০০/- (পচানকই লক্ষ) টাকার চেকটি ০১/০৮/২০২২ইং তারিখে প্রদান করেন। উক্ত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় যাহা উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার একাধিক স্বাক্ষর প্রমাণ রহিয়াছে। আপনার মোয়াকেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা, উক্ত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় বর্ণিত চেকটি ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ ব্যবহার করিয়া, উহা ধারা লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। আমার মোয়াকেল উক্ত চেকের প্রদত্ত সমুদয় টাকা অর্থাৎ বিগত ইং ০১/০৮/২০২২ তারিখের দেয় বর্ণিত সিকিউরিটি স্বরূপ দেয়া চেকের পরবর্তীতে টাকা বিগত ০২/১০/২০২২ ইং তারিখের

(চলমান পাতা- ৩)

আপনার মোবাকেলের SCBL ব্যাংক শাখার অকাউন্ট নং- 24113587801 হিসাবে ৪,৫০,০০০/- (চৰ লক্ষ পঞ্চাশ হাজাৰ) টাকা, ১৫/১০/২০২২ইঁ তাৰিখে, আপনার মোবাকেল A/C 24113587801 SCBL হিসেবে ৪,৫০,০০০/- (চৰ লক্ষ পঞ্চাশ হাজাৰ) টাকা, বিগত ৩৫ ২২/১০/২০২২ তাৰিখ আপনার মোবাকেলের COX Bazar শাখার BANK ASIA A/C ০৪৬৩৩০০১৫৭৯ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ শুণিশ হাজাৰ) টাকা, বিগত ৩৫ ১৫/১০/২০২২ তাৰিখ উভয় A/C সংগ্ৰহে ১৯,৫২,০০০/- (ডুইশ লক্ষ শুণিশ হাজাৰ) টাকা বিগত ৩৫ ১৫/১০/২০২২ তাৰিখে COX Bazar শাখার Bank Asia A/C 24113587801 হিসাবে সংগ্ৰহে ৪,৫০,০০০/- (চৰ লক্ষ) টাকা বিগত ৩৫ ০৭/০৮/২০২২ তাৰিখে Premier Bank Ltd. এর শাখামৈ শাখার হিসাবে সংগ্ৰহ- ১৪,৯২,৫০০ টাকা পঞ্চাশ লক্ষ অকাউন্টে ৪,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অধীক্ষ ব্যাংক অকাউন্টে ৪৭,৫২,০০০/- (সাতচাহিশ লক্ষ শুণিশ হাজাৰ) টাকা অদান কৱেন এবং আপনার মোবাকেলের নির্দেশমতে বিগত ০১/০৮/২০২২ইঁ তাৰিখে ভাণ্ডেক আগাম উদ্বাহ আপ নামীক দেন ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং নামী টাকার পুনৰুৎসৃত বিগত ০১/০৮/২০২২ তাৰিখে ৪২,৬৮,০০০/- (বিয়াহিল লক্ষ অটিষষ্ঠি হাজাৰ) টাকা মুলোৱ কমিউনিস ছফছনুৰ নামক স্থানে ১২,১৯ (১২ দশমিক একশন শতাবশ), সম্পত্তিৰ দলিল অদান কৱেন। শাখার দলিল সংগ্ৰহ- ৬৩৮২। অধীক্ষ বিগত ০১/০৮/২০২২ইঁ তাৰিখেৰ অধীকারণমামা পৰ্য মোবাকেল চেকেৰ বৰ্ণিত ৯৫,০০,০০০/- (পচাশমাত্ৰ হাজাৰ) টাকা ইতিমধ্যে অদান কৱেন। আপনার মোবাকেল লিখাল মোটিশেৱ ভাবাব দাকা সঘৰদয় টাকা প্ৰদান কৰা অনুমতি, এবং উভয় অধীকারণমামা পৰ্য আমান উদ্বাহ এবং মোবাকেল হোস্টেল লিভিং বৰা কাহানেৰ মধ্যস্থতাৰ টাকা প্ৰদান কৰা অনুমতি, সু-চতুৰ আপনার মোবাকেল লিখাল মোটিশেৱ ভাবাব পৰ্যতি বিগত ০১/০৮/২০২২ তাৰিখেৰ সিকিউরিটি বজল দেৱা বৰ্ণিত চেকতি আপনার মোবাকেলকে ফেৰৎ প্ৰদান কৰা কৱিয়া, চেকতিতে ০১/০৮/২০২২ইঁ তাৰিখ লিখিয়া অথবা উদ্বেশ্যে আপনার কৰ্তৃক উভয় লিখাল মোটিশ পোৰণ কৱেন। মাছা অধীকারণত সংগ্ৰহ দুঃখজনক বলতে।

উল্লেখ্য যে, আপনার মোবাকেল ইতিমধ্যে দুৰীভুল দায়ে উভয় অধীকারণ কৰ্তৃক সংস্থাপ হইয়াছেন এবং কাহাব কৰ্তৃক দায়োৱকৃত জি,আৰ পৰ/২০২২ (এমারপোতি) মোকদ্দমাতি কলজ শেষে কদম্বকাৰী কৰ্মকাৰী চৰ্চাপুৰ পোতোৱ দাখিল কৱেন।

এমতালস্থায় আপনার মোবাকেল লিখাল মোটিশেৱ ভাবাব দাকাৰ অনুমোদন আপনার মোবাকেলকে জৰাক কৰানো যাইকৈতে যে, আপ লিখাল মোটিশেৱ ভাবাব দাকাৰ অনুমতি আপনার মোবাকেলেৰ কৰ্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ তাৰিখে দেৱা সিকিউরিটি বজল বৰ্ণিত চেকতি ফেৰৎ প্ৰদান কৱিবেন। নাচুলা আপনার মোবাকেল লিখাল মোটিশেৱ ভাবাব দাকাৰ আৰুীয়া সম্পৰ্ক ভুলিয়া যাইয়া, আপনার মোবাকেলেৰ সকল অনৈম আবেৰ কৰা উভাল কৰতত দুৰীভুল দমন কৱিবাবে সকল অনৈম সম্পৰ্ক অৰ্জন/ অৰ্থ আৰ লিঙগণ উল্লেখ কৱিয়া আবেদন কৱিবেক নামা ধাকিবেন। মাছা আৰুীয়া পৰিবহিত ভাবা আপনার মোবাকেল মাঝি ধাকিবেন।

আপ মোটিশেৱ অনুকল কৰণ পৰম্পৰাৰী কাৰ্যকৰ্মেৰ ভাবা আপনার মিল শেষেৱায় সংৰক্ষিত কৰা হইল।

১৫/৮ মাহে পৰ্য পৰ্য
মোটিশ দাখাব পক্ষে

মোঃ জসিম উদ্দিন
(মোঃ জসিম উদ্দিন)

মাঝে মোকদ্দমা
মোকদ্দমা কোৱা
মোকদ্দমা কোৱা।

মোঃ জসিম উদ্দিন
মোকদ্দমা কোৱা
মোকদ্দমা কোৱা।
মোকদ্দমা কোৱা।
মোকদ্দমা কোৱা।
মোকদ্দমা কোৱা।